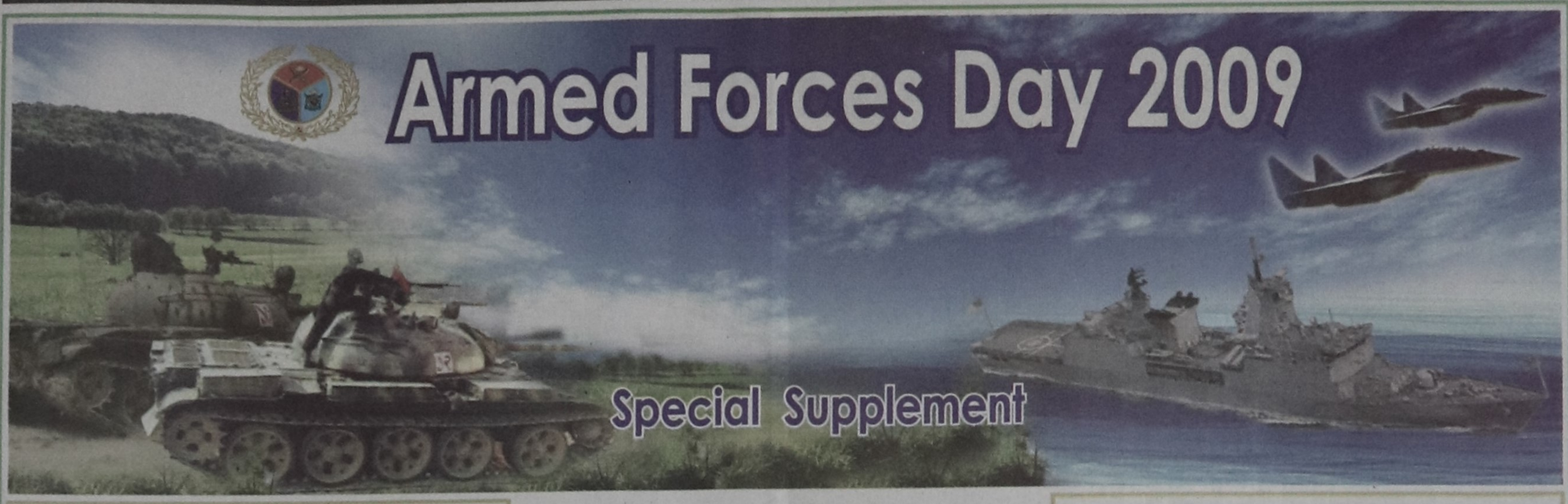

Armed Forces Day 2009

Special Supplement

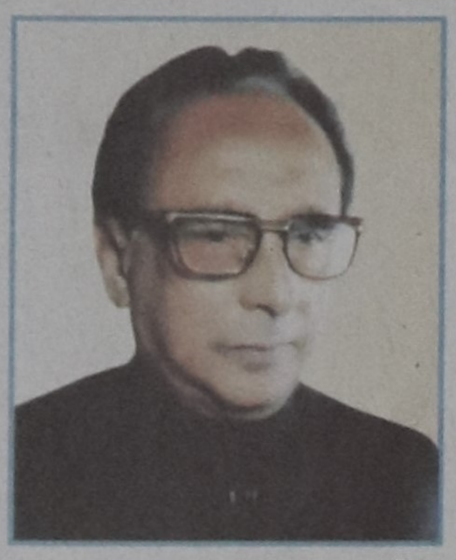

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

০৭ অগ্রহায়ণ ১৪১৬
২১ নভেম্বর ২০০৯

বাণী

'সশস্ত্র বাহিনী দিবস' উপলক্ষে আমি সশস্ত্র বাহিনীর সকল সদস্যকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। দেশের জন্য শাহাদাৎ বরণকারী সশস্ত্র বাহিনীর বীর শহীদদের স্মৃতির প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাই এবং তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করি।

সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সমন্বয়ে সৃষ্ট বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী দেশ ও জাতির গৌরব। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনী ১৯৭১ সালের এই দিনে দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সমন্বিত আক্রমণ সূচনা করে এবং এর ফলে আমাদের বিজয় অর্জন ত্বরান্বিত হয়। স্বাধীনতাযুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের মহান আত্মত্যাগ ও বীরত্ব গাথা জাতি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে।

স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের অতন্দ্র প্রহরী সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ তাঁদের নিয়মিত কার্যক্রমের পাশাপাশি দুর্যোগ মোকাবেলা ও জাতিগঠনমূলক কাজে অংশ নিয়ে দেশবাসীর আস্থা ও প্রশংসা অর্জনে সমর্থ হয়েছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে তাদের অবদান দেশে-বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে এবং বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হয়েছে। আমি আশা করি নেতৃত্বের প্রতি অনুগত ও শ্রদ্ধাশীল থেকে পেশাগত দক্ষতা ও দেশপ্রেমের সমন্বয় ঘটিয়ে সশস্ত্র বাহিনী তার অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখবে।

দেশকে তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর একটি সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশে পরিণত করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা 'ভিশন ২০২১' ঘোষণা করেছেন। এ ভিশনের আলোকে সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকায়নসহ তাদের কার্যক্রম আরো গতিশীল ও ত্বরান্বিত করতে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার সম্প্রসারণ প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

আমি 'সশস্ত্র বাহিনী দিবসে' সশস্ত্র বাহিনীর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি এবং এর সকল সদস্য ও তাঁদের পরিবারবর্গের সুখ, শান্তি ও অগ্রগতি কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান
রাষ্ট্রপতি ও সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক

Bangladesh Armed Forces in Versatile Role

Md Shaheenul Islam

The War of Independence of Bangladesh was, indeed, the culmination of long pursued freedom struggle of Bangalees. Wendell Phillips rightly said: "Eternal vigilance is the price of liberty". People of Bangladesh are well aware of their hard earned independence and remain ever vigilant as such. This nation has an invincible Armed Forces engaged in guarding the national sovereignty round the clock with the preparedness to frustrate any aggression from within or outside the country.

Bangladesh Armed Forces consisting of Army, Navy and Air Force are unique in the sense that they grew through the course of War of Independence, popularly called as Liberation War. Just to revisit briefly to the historical fact that the fateful night on 25th March 1971 Pak junta launched "Operation Searchlight", unleashed their barbaric force and resorted to indiscriminate mass killing on the innocent Bangalees with a view to destroying their liberation spirit. At that critical juncture of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman made the Declaration of Independence at the early hour of 26th March 1971. Imbued with his declaration, people of all strata including Bangalee soldiers serving in the then Pakistan military joined the Liberation War and started resisting the occupation army. With a 9-month long intense fighting, the freedom fighters finally achieved the victory on 16 December 1971 by wresting the reddened sun of independence of Bangladesh once for all. Since then Armed Forces stand in safeguarding the independence, sovereignty and territorial integrity of the country. Apart from their conventional duties, they provide their support to civil administration as and when required. They are also involved in disaster management and humanitarian assistance, infrastructural development activities for nation building and so on. In international arena as well, they are the most dependable force of UN peacekeeping operations.

As earlier mentioned, Armed Forces have a long record of involvement in the activities in aid of civil administration. This record reminds that the "Operation Silver Lining" in 1974 was the first of its kind to assist the civil authority undertaken at the directive of the Father of Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the first Supreme Commander of Armed Forces. The support of its kind effectively continues as yet. Their recent role of making countrywide illustrated voter list and national identity card definitely bear a great testimony. Again in the ninth general election of 29th December 08 Armed Forces made the praiseworthy contribution in terms of ensuring environment conducive to free and fair poll.

(See Supplement Back Page)

Our Armed Forces Our Pride

Major SM Saidul Islam, Signals

Struggle for freedom is the brightest episode in the History of Bangladesh. The foundation of our Armed Forces laid by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman in his historic 6 Point demand for separate armed forces in the eastern part of erstwhile Pakistan that came into being in 1971. In response to the call of the Father of the Nation the people of former East Pakistan started their armed resistance with whatever they had in March 1971. Bangalee officers and men of Pakistan Military units were no exception. They fought back the Pakistani aggressors right from the onslaught. On the 4th of April the Bangalee military commanders met at Telia Para Tea Estate to decide their future actions. The ground commanders under Col MAG Osmani (later General) vowed to continue their pursuit for freedom with unquestioned loyalty to the political hierarchy.

In absence of Bangabandhu, the exiled Government concentrated on building the Liberation Forces in accordance with his directives. Eventually, Bangladesh Army was raised on 12th July, Air Force on 28 September and Navy on 09 November 1971. Finally Bangladesh Armed Forces was born on the 21st of November 1971 that resulted in the defeat of Pakistan Army on 16th December 1971 within just 25 days of its birth.

(See Supplement Back Page)

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৭ অগ্রহায়ণ ১৪১৬
২১ নভেম্বর ২০০৯

বাণী

সশস্ত্র বাহিনী দিবস ২০০৯ উপলক্ষে আমি সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। জাতির ইতিহাসে গৌরবময় ঐতিসাহিক এই দিনে আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের সকল বীর শহীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সশস্ত্র বাহিনীর সকল শহীদের প্রতি যাঁরা দেশ মাতৃকার জন্য জীবন দিয়েছেন।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সমগ্র বাঙালি জাতি ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে পরিচালিত হয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ।

এ যুদ্ধ চলাকালে ১৯৭১ সালের ২১শে নভেম্বর দেশপ্রেমিক জনতা, মুক্তিবাহিনী, সশস্ত্র বাহিনী ও বিভিন্ন আধাসামরিক বাহিনীর সদস্যগণ সম্মিলিতভাবে দখলদার পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মিলিত আক্রমণের সূচনা করে। এর ফলশ্রুতিতে ১৬ই ডিসেম্বর হানাদার পাকিস্তানী বাহিনীকে পরাজিত করে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়। মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি জাতির অগ্রযাত্রা ও বিজয়ের স্মারক হিসেবে প্রতি বছর ২১ নভেম্বর 'সশস্ত্র বাহিনী দিবস' হিসেবে পালন করা হয়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে গড়ে তোলার পাশাপাশি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু একটি আধুনিক সামরিক বাহিনী গড়ে তোলার কাজও শুরু করেন। তাঁর হাতে গড়া সে বাহিনী আজ পেশাদারিত্ব, উৎকর্ষ ও দক্ষতার স্বাক্ষর রাখছে তাঁদের কার্মকাণ্ডে।

বর্তমান সরকার সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকায়নের উপর যথাযথ গুরুত্বারোপ করেছে। সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকায়নে আমাদের সরকার সর্বাত্মকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পেশাগত দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি সশস্ত্র বাহিনী সবসময় দেশের দুর্যোগ মোকাবিলা, অবকাঠামো নির্মাণ, আর্তমানবতার সেবা, বেসরকারি প্রশাসনকে সহায়তা এবং বিভিন্ন জাতিগঠনমূলক ও গণমুখী কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করছে। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা আন্তর্জাতিক শান্তি প্রক্রিয়ায়ও বাংলাদেশের শক্তিশালী উপস্থিতি প্রমাণ করেছে।

"সশস্ত্র বাহিনী দিবস ২০০৯" উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচিসহ আমি বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা

بسم الله الرحمن الرحيم

সেনাবাহিনী প্রধান

বাণী

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ আমাদের জাতীয় জীবনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। ১৯৭১ সালে নয় মাসের এক রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন স্বদেশ বাংলাদেশের জন্ম হয়। সৃষ্টি হয় বাংলাদেশী জাতি এবং লাল-সবুজ জাতীয় পতাকার। আমাদের আত্মপরিচয়ের পথপরিক্রমায় ২১শে নভেম্বর-সশস্ত্র বাহিনী দিবস একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। আমরা এই দিনটি গর্বের সাথে স্মরণ করি।

আজকের এই দিনটি আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর জন্য একটি তাৎপর্যপূর্ণ স্মরণীয় দিন। স্বাধীনতা-যুদ্ধ চলাকালে এই দিনে আমাদের সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর অকুতোভয় সদস্যগণ দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সমন্বিতভাবে আক্রমণ শুরু করেছিল। যৌথবাহিনীর অপ্রতিরোধ্য আক্রমণে শত্রুবাহিনী দিশেহারা হয়ে পড়ে এবং একে একে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল 'মুক্ত অঞ্চল' হিসেবে ঘোষিত হতে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকায় হানাদার বাহিনীর চূড়ান্ত আত্মসমর্পণের মাধ্যমে বিশ্বের মানচিত্রে জন্ম নেয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। তাই, ২১শে নভেম্বর আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর জন্য এক উজ্জ্বল অনুপ্রেরণার উৎস। আমাদের বীর সেনানীরা জাতীয় যেকোন কর্তব্য পালনের পাশাপাশি জাতীয় ঐতিহ্যকে ধারণ করে নিজ নিজ লক্ষ্য অর্জনে দৃপ্ত পদভারে সম্মুখে এগিয়ে যাবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। আজকের এই দিনে আমি দেশমাতৃকার স্বাধীনতার জন্য আত্মদানকারী প্রতিটি সদস্যের পবিত্র আত্মার প্রতি জানাই সশ্রদ্ধ সালাম।

আজ আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিটি সদস্য দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশসেবায় নিয়োজিত। দেশের যে-কোন প্রয়োজনে সাড়া দিয়ে জনগণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে দেশের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করতে সেনাবাহিনী সদা প্রস্তুত। দেশের অখণ্ডতা, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার আদর্শিক প্রেরণায় সেনাবাহিনীর সদস্যগণ দায়িত্ব পালন করে চলেছে। দেশের সীমা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও আমাদের সেনাবাহিনী দেশের জন্য প্রশংসা অর্জন করেছে। আগামীতেও এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে এবং সকলের একাত্মতায় আরও সুসংহতভাবে অর্পিত সকল দায়িত্ব সম্পাদনে নিবেদিত থাকবে, ইনশাল্লাহ।

সশস্ত্র বাহিনী দিবসে আমি দেশে-বিদেশে দায়িত্ব পালনরত সেনাবাহিনীর প্রতিটি সদস্যের মঙ্গল কামনা করি। সশস্ত্র বাহিনী দিবসের চেতনা আমাদের সকলের মনে চির জাগরূক থাকুক। পরম করুণাময় আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সকলের সহায় হউন। আমিন।

মোহাম্মদ আব্দুল মুবীন
জেনারেল

بسم الله الرحمن الرحيم

নৌবাহিনী প্রধান

বাণী

সশস্ত্র বাহিনী দিবস- আমাদের জাতীয় জীবনে বিশেষ করে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর জন্য একটি অতি তাৎপর্যপূর্ণ ও গৌরবোজ্জ্বল দিন। এদিন আমাদের দেশের সশস্ত্র বাহিনীর ঐক্য, সাহসিকতা, বিচক্ষণতা ও কর্মদক্ষতার প্রতীক ও পরিচায়ক।

১৯৭১ সালে আমাদের দেশে সংঘটিত বিভীষিকাময় যুদ্ধের মরণপণ দিনগুলির অন্তিম পরিণতি ঘটানোর জন্য জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে ২১ নভেম্বর আমাদের সশস্ত্র বাহিনী মিলিতভাবে অভিনব পরিকল্পনা গ্রহণ করে। বিজয় ছিনিয়ে আনতে গড়ে তুলে দুর্বার আক্রমণ, যা মিত্রবাহিনীর মাঝে জাগিয়েছিল অদম্য সাহসিকতা। যার ফলশ্রুতিতে আমাদের বিজয়ের গতি ত্বরান্বিত হয়, ধরা দেয় মধুর স্বাধীনতা। পৃথিবীর বুকে জন্ম নেয় নতুন এক ভূখন্ড, অভ্যুত্থান ঘটে আমাদের প্রাণপ্রিয় 'বাংলাদেশের'।

বর্তমানে আমাদের এ সশস্ত্র বাহিনী হয়েছে সুগঠিত ও সুসজ্জিত। সুশৃঙ্খল বাহিনী হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করেছে বিশ্বের দরবারে। আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর এ বীর সদস্যরা দেশ ও জাতির উন্নতি তথা বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় সদা অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। দেশের মর্যাদা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা, শান্তি রক্ষা, দেশ গঠনমূলক কার্যক্রম, বেসামরিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহায়তা প্রদান, দুর্যোগ মোকাবেলা ও মানব সেবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। সে সাথে আন্তর্জাতিক শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, সৌহার্দ সম্পর্ক গড়ে তোলা, বিশ্বের অসহায় ও দুর্যোগ আক্রান্ত মানুষের প্রয়োজনে পাশে দাঁড়িয়েছে আমাদের এ মহান সশস্ত্র বাহিনী। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এ সকল কার্যক্রমে তাদের ভূমিকা বিশ্বের দরবারে প্রশংসিত ও নন্দিত হয়েছে।

গৌরবোজ্জ্বল এ একুশে নভেম্বর আমাদের দেশের শুধুমাত্র ইতিহাসই নয়, বরং এ দিবসটি দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় জাতীয় ঐক্য এবং জাতির সাহস ও প্রত্যয়ের ভূমিকা পালনে চেতনা জাগানোর দিন। এ দিবসটি সশস্ত্র বাহিনী তথা দেশের আপামর জনগণের জন্য সীমাহীন গৌরব ও অনুপ্রেরণার উৎস। সশস্ত্র বাহিনীর এ অনুপ্রেরণা ও চেতনাই হোক আমাদের সকল কাজের ও সাফল্যের পথপ্রদর্শক। এ গৌরবময় দিনে আমি অপরিসীম কৃতজ্ঞতা ও সম্মানের সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং সে সকল মহান আত্মোৎসর্গকারী বীর শহীদদের কথা, যাঁদের নির্ভেজাল দেশপ্রেম ও নিঃস্বার্থ ত্যাগের বিনিময়ে আজ আমরা সম্মানের সাথে পৃথিবীর বুকে বিচরণ করছি, মর্যাদা লাভ করেছি এক স্বাধীন জাতি হিসেবে। আজ এ মহানলগ্নে আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহর নিকট সে সকল নিবেদিত আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি এবং একই সাথে জীবিত সকল মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। এ সকল শহীদ ও দেশপ্রেমিকদের মহান আত্মত্যাগ দেশবাসীর হৃদয়ের মনিকোঠায় চিরঞ্জীব হয়ে থাকবে।

এদেশের কৃতি সন্তানদের এ মহান আত্মত্যাগের যথার্থ মূল্যদানে আমরা সর্বদা সচেষ্ট থাকব - এ হোক আমাদের দৃঢ় অঙ্গীকার। পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালা আমাদের সহায় হোন। আমিন।

জহির উদ্দিন আহমেদ
ভাইস এডমিরাল

بسم الله الرحمن الرحيم

বিমান বাহিনী প্রধান

বাণী

"সশস্ত্র বাহিনী দিবস ২০০৯" উপলক্ষে দেশের বিশিষ্ট সংবাদপত্রসমূহ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত । এ মহতী উদ্যোগ নিঃসন্দেহে আমাদের নবীন প্রজন্মকে গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত ও উদ্দীপ্ত করবে।

স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনায় ভাস্বর আমাদের সশস্ত্র বাহিনী দেশ ও জাতির গর্ব। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে এদেশের আপামর জনসাধারণ স্বাধীকার অর্জনের জন্য যে মহান সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তারই গর্বিত অংশীদার আমাদের সশস্ত্র বাহিনী। মুক্তিযুদ্ধের সূচনালগ্নে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা তদানিন্তন পাকিস্তান সরকারের আনুগত্য ছেড়ে বাঙালি জাতির সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সন্তান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি অপার আনুগত্য পোষণকরে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে সাধারণ জনগণের সাথে বিভিন্ন রণাঙ্গনে ছড়িয়ে পড়ে। শুরু হয় স্বাধীনতার যুদ্ধ। সময়ের তাগিদে প্রয়োজন হয়ে পরে প্রশিক্ষিত সশস্ত্র বাহিনীকে সুসংগঠিত করে শক্তিশালী শত্রুবাহিনীর মোকাবেলায় পরিকল্পিত আক্রমনাত্মক যুদ্ধের। ১৯৭১ সালের ২১শে নভেম্বর শক্তিশালী বিশাল শত্রুর বিরুদ্ধে কাংখিত বিজয়কে ত্বরান্বিত ও চূড়ান্ত করার লক্ষে আমাদের সশস্ত্র বাহিনী পুর্ণগঠিত করা হয় নিয়মিত যুদ্ধের জন্য। সেদিন থেকেই আমাদের সশস্ত্র বাহিনী মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল শক্তিকে সাথে নিয়ে রচনা করে সম্মিলিত, সমন্বিত ও সর্বাত্মক আক্রমণ।

প্রগাঢ় দেশপ্রেম আর আত্মশক্তিতে বলীয়ান এ সমন্বিত প্রয়াসের মাধ্যমে ত্বরান্বিত হয় চূড়ান্ত বিজয়। জীবন দেয় অসংখ্য বীর সেনানী। অর্জিত হয় স্বাধীনতা-জন্ম হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের। সেদিন থেকে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী তাদের কর্মদক্ষতা ও পেশাগত নৈপুণ্যের জন্য আজ স্বদেশের সীমানা পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে গর্বিত পদাচরণার স্বাক্ষর রেখে চলেছে। দেশ ও জাতি আজ তাঁদের গৌরবে গৌরবান্বিত।

আজ সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে আমি শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করছি সশস্ত্র বাহিনীর সেই সব আত্মত্যাগী মহান সৈনিকদের, যাঁদের রক্তের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীনতা। আমি আশা করবো, পূর্বসুরীদের মহান আত্মত্যাগের চেতনা আমাদের ভবিষ্যত উন্নতির পথে পাথেয় হয়ে থাকবে। আজকের এই গৌরবময় দিনে আমি সামরিক বাহিনীর সকল সদস্য এবং তাঁদের পরিবারবর্গকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন। পরম করুণাময় আল্লাহ্ আমাদের সহায় হোন।

শাহ মোঃ জিয়াউর রহমান
এয়ার মার্শাল